ইউনিট ৫
উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ

ভূমিকা
আগের পাঠ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মানুষের নানান ধরনের পণ্য ও সেবাকর্মের চাহিদা রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানের ফলে এসব চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন দেশ তার প্রাপ্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের অভাব পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকে। বস্তুত চাহিদা মেটানোর লক্ষেই উৎপাদনকারীরা উৎপাদন করে এবং যোগান দেয়। এই ইউনিটে আমরা উৎপাদন কি এবং উৎপাদনের উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ ১ : উৎপাদনের সংজ্ঞা ও উপযোগের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- উৎপাদন কাকে বলে বলতে পারবেন।
- উপযোগের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উৎপাদন কাকে বলে?
একটি ইটের কথা ধরুন। এই ইটটি প্রকৃতিতে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না। একে ইটের ভাটায় মাটি দিয়ে তৈরি করতে হয়েছে। মাটি থেকে ইটের এই ধরনের পরিবর্তনকে আমরা উৎপাদন বলব।
সাধারণভাবে উৎপাদন বলতে কোন কিছু সৃষ্টি করাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলতে অর্থনীতিতে উপযোগ সৃষ্টি করা বুঝায়। বস্তুত মানুষ কোন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না, ধ্বংসও করতে পারে না। মানুষ শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত কোন বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর বা আকারগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করতে পারে। তাই উৎপাদন মানে উপযোগ বা কাম্যতা সৃষ্টি। অন্য কথায় দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি।

উপযোগ সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তুলা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে কাপড়ের কল থেকে যখন রঙিন শাড়ি হয়ে বের হয় তখন তার দাম তুলার দামের চেয়ে অনেক বেশি। কাপড় উৎপাদন করে কাপড়ের কল তুলার মূল্যের তুলনায় কাপড়খানার এই অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করে বা আগের মূল্যের সাথে নতুন মূল্য যোগ করে। অনুরূপভাবে, কৃষক জমিতে চাষ করে কৃষিপণ্য উৎপন্ন করে, শিল্প শ্রমিক নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে, আইনজীবী আমাদেরকে আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে উপযোগ সৃষ্টি করে। এগুলো সবই উৎপাদনের কাজ। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, **মানুষ প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তুর সঙ্গে নিজের শ্রম ও পুঁজি কাজে লাগিয়ে অধিকতর উপযোগ সৃষ্টি করে। উপযোগ বা কাম্যতা সৃষ্টিকে উৎপাদন বলে।**

উৎপাদনের শ্রেণীবিভাগ
মানুষ প্রধানত প্রকৃতি-প্রদত্ত পদার্থের আকার, স্থান, সময় ও মালিকানার পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপাদন তথা উপযোগ সৃষ্টি করে। তাই মানুষের সৃষ্ট এই উপযোগকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– **১। রূপগত উপযোগ, ২। স্থানগত উপযোগ, ৩। সময় বা কালগত উপযোগ এবং ৪। হস্তান্তরযোগ্য উপযোগ।**

১। রূপগত উপযোগ : কোন বস্তুর রূপ বা আকার পরিবর্তন করে যে উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাকে রূপগত উপযোগ বলা হয়। যেমন– কাঠের আকৃতি পরিবর্তন করে চেয়ার ও টেবিল তৈরি করাকে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি বলা হয়।

২। স্থানগত উপযোগ : কোন বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। একে স্থানগত উপযোগ বলে। যেমন– নদী থেকে মাছ ধরে শহরের বাজারে আনলে অধিক দামে বিক্রি হয়।

৩। সময়গত বা কালগত উপযোগ : সময় অতিক্রান্ত হবার মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি হতে পারে। কোন দ্রব্য উৎপাদনের পর কিছুকাল মজুদ রাখলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এরূপ উপযোগকে সময়গত বা কালগত উপযোগ বলে। যেমন– কোল্ড স্টোরেজে আলু সংরক্ষণ করে আলুর কালগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

৪। হস্তান্তরজনিত বা মালিকানার উপযোগ : কোন একা ব্যক্তির নিকট কোন পণ্যের উপযোগ কম, অথচ ঐ পণ্যের উপযোগ আরেক ব্যক্তির কাছে বেশি। এমতাবস্থায় পণ্যটি হস্তান্তর করলে এর উপযোগ বাড়ে। একে হস্তান্তরজনিত বা মালিকানার উপযোগ বলা হয়।

উপরে কেবলমাত্র পণ্যের উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেবাকর্ম সৃষ্টি বা বৃদ্ধিও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ তার শ্রম ও সেবাকর্ম দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে বা বৃদ্ধি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়।

উৎপাদনের উপাদান

কোন কিছু উৎপাদনের জন্য যে সকল বস্তু বা সেবাকর্ম আবশ্যক ঐগুলোকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। এগুলো হল- **ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।** এই চারটি উপাদান ছাড়া উৎপাদন করা মোটেই সম্ভব নয়। আমরা পর্যায়ক্রমে এই চারটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বোঝায়। উপযোগ মানে কাম্যতা সৃষ্টি।
- উৎপাদনের ফলে দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য জন্মে।
- মানুষ চার ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন– রূপগত, স্থানগত, কালগত ও হস্তান্তরযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। উপযোগ সৃষ্টির ফলে দ্রব্যের কি বৃদ্ধি পায়?
ক. বিক্রয় মূল্য খ. ধার্য মূল্য
গ. ব্যবহারিক মূল্য ঘ. ক্রয় মূল্য

২। কাঠ দিয়ে চেয়ার তৈরি করার ফলে কি ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়?
ক. রূপগত খ. কালগত
গ. স্থানগত ঘ. হস্তান্তরজনিত

৩। নদীর মাছ বাজারে বিক্রয় করা হলে কি ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়?
ক. স্থানগত খ. কালগত
গ. রূপগত ঘ. হস্তান্তরজনিত

৪। কোল্ড স্টোরেজ আলুর সংরক্ষণে কি ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়?
ক. স্থানগত খ. কালগত
গ. রূপগত ঘ. হস্তান্তরজনিত

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উৎপাদন বলতে কি বুঝায়?
২। উপযোগের শ্রেণীবিভাগসমূহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। উৎপাদন কাকে বলে?
২। রূপগত উপযোগ কি?
৩। হস্তান্তরজনিত উপযোগ কি?

পাঠ ২ : ভূমি

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ভূমির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমি কি?

উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে প্রধান হল ভূমি। সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে ভূ-ত্বক বা মৃত্তিকাকেই বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে এটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। **অর্থনীতিতে ভূমি বলতে উৎপাদনের সহায়ক সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায়। প্রকৃতির যে সকল দান উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাদের সকলকে ভূমি বলে ধরা হয়। সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠ, আবহাওয়া, জলবায়ু, আলো-বাতাস, বৃষ্টিপাত, মাটির উর্বরা শক্তি, খনিজদ্রব্য, খাল-বিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত।** কোন কিছু উৎপাদনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল ভূমির।

এই আলোচনা থেকে আমরা ভূমি সম্পর্কে ধারণা পেলাম। এবার আসুন ভূমির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি।

ভূমির বৈশিষ্ট্য

ভূমির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে এবং ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যই ভূমি অন্যান্য উপাদান থেকে স্বতন্ত্র। ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

ভূমি প্রকৃতির দান : ভূমি প্রকৃতির দান, মানুষ ভূমি সৃষ্টি করেনি। এর কোন উৎপাদন খরচ নেই। তবে ভূমিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য ব্যয় করতে হয়। যেমন, মানুষ তার চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে বন-জঙ্গল পরিষ্কার বা সমুদ্র উপকূলে বাঁধ দিয়ে যে জমি উদ্ধার করে তার জন্য খরচ করতে হয়। জমিকে চাষযোগ্য বা উর্বরা করে গড়ে তুলতে ব্যয় করতে হয়।

ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ : ভূমির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর যোগান সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে ভূমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। মানুষের চেষ্টায় এর হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। মানুষ চেষ্টা করে এর যেটুকু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে তা মোট পরিমাণের তুলনায় অতি নগন্য।

ভূমি স্থানান্তরযোগ্য নয় : ভূমি স্থানান্তর করা যায় না অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য উপাদান, যেমন– শ্রম বা মূলধন স্থানান্তর করা যায়।

সকল ভূমি সমজাতীয় নয় : ভূমির অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল ভূমি সমজাতীয় বা একই গুণসম্পন্ন নয়। বিভিন্ন ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা ও অবস্থান বিভিন্ন ধরনের।

ভূমি স্থায়ী উপাদান : ভূমি অবিনশ্বর। এটি একটি স্থায়ী উপাদান। কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অস্থায়ী।

ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর : উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে একই পরিমাণ ভূমিতে অধিক হারে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করলেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পায়। এটাই হল ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি। এ বিষয়টি ভূমির ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য।

উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা– এই পাঁচটি মানুষের মৌলিক চাহিদা। এই মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্যই মানুষ উৎপাদন কার্য পরিচালনা করে। ভূমি কিভাবে এই উৎপাদন কার্যে ভূমিকা রাখছে তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল :

খাদ্য : ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। এই খাদ্য ভূমি চাষ করে ফলাতে হয়।

বস্ত্র : মানুষ লজ্জা ও শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র ব্যবহার করে। এই বস্ত্র তৈরি করার জন্য কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। যেমন– তুলার কথাই ধরুন। ভূমি ব্যবহার করে তুলা চাষ না করলে আপনি বস্ত্র তৈরি করতে পারবেন না। সুতরাং বস্ত্র উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাসস্থান : মানুষ নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েসের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে। এই বাসস্থান নির্মাণ করা হয় ভূমির উপর। আর নির্মাণের জন্য নানাবিধ উপকরণ, যেমন– বাঁশ, কাঠ, ইট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমি থেকেই পাওয়া যায়।

শিক্ষা : শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে গড়ে। এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। ভূমি থেকে উৎপন্ন উপকরণ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া শিক্ষা গ্রহণের সবচেয়ে মূল্যবান উপকরণ হল কাগজ। এই কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ, গেওয়া কাঠ ও আখের আঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এগুলোর সবই ভূমি ব্যবহার করে উৎপন্ন করা হয়।

চিকিৎসা : চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, ওষুধ ও হাসপাতাল প্রয়োজন। হাসপাতাল ভূমির উপর নির্মাণ করতে হয়। এ ছাড়া ওষুধপত্রের প্রায় সব কাঁচামালই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমি থেকে আসে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান এবং কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি উপাদান নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকলে যে হারে খরচ বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক সে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। উৎপাদন বৃদ্ধির এরূপ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

ভূমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ : অধ্যাপক মার্শালের মতে- **''বর্ধিত পরিমাণ মূলধন ও শ্রম কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ করলে উৎপাদন সাধারণত আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায়।''**

বাস্তব অবস্থা থেকে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিধিটি কার্যকর হয়। তবে ভূমির ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এর মূল কারণ এই যে, ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। মানুষ ইচ্ছে করলেই ভূমির যোগান বৃদ্ধি করতে পারে না। এই অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে বর্ধিত শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং একই জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলেও খরচের তুলনায় উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির এই নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি বলা হয়। নিচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল :

সময়কাল	ভূমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন (টাকায়)	মোট উৎপাদন	বাড়তি বা প্রান্তিক উৎপাদন
১ম বছর	১ হেক্টর	১০০০	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল
২য় বছর	১ হেক্টর	২০০০	৩১ কুইন্টাল	১১ কুইন্টাল
৩য় বছর	১ হেক্টর	৩০০০	৩৯ কুইন্টাল	৮ কুইন্টাল
৪র্থ বছর	১ হেক্টর	৪০০০	৪৬ কুইন্টাল	৭ কুইন্টাল

ধরুন, একজন কৃষক ১ হেক্টর জমিতে ১০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে ২০ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করল। দ্বিতীয় বছরে ঐ একই জমিতে ২০০০ টাকার শ্রম ও মুলধন নিয়োগ করে ধান পেল ৩১ কুইন্টাল, অর্থাৎ অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হল ১১ কুইন্টাল। এখানে তার প্রান্তিক উৎপাদন বেশি। তবে তৃতীয় বছরে ৩০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হল ৩৯ কুইন্টাল এবং বাড়তি উৎপাদন হল ৮ কুইন্টাল। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অনুপাতে কম হয়েছে। চতুর্থ বছরে ঐ একই জমিতে ৪০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগে মোট উৎপাদন হয় ৪৬ কুইন্টাল অর্থাৎ বাড়তি উৎপাদনের পরিমাণ আরো কম, ৭ কুইন্টাল। এভাবে দেখা যায় যে, **একই জমিতে অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু প্রান্তিক (বাড়তি) উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়।**

বিধিটির ব্যতিক্রম

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে কার্যকর হয় না। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে : উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি সাধারণত কার্যকর হয় না। কারণ প্রথমদিকে শ্রম ও মূলধনের মাত্রা যদি জমিটির জন্য উত্তমরূপে চাষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হয় তাহলে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

উন্নত বীজ ও সার প্রয়োগ : কৃষিক্ষেত্রে অধিক ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার প্রয়োগ বা সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জমির উন্নতি সাধন করলেও এ বিধিটি কার্যকর হয় না।

আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করলে : উৎপাদন পদ্ধতি একই রকম থাকলে বিধিটি কার্যকর হয়। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে চাষ পদ্ধতি উন্নত করলে এ বিধিটি কার্যকর হবে না।

প্রাকৃতিক কারণ : প্রাকৃতিক কারণে যদি হঠাৎ জমির উর্বরতা হ্রাস পায় তাহলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয় না।

উপরে বর্ণিত কারণে সাময়িকভাবে এ বিধিটি কার্যকর না হলেও এমন সময় আসবে যখন বিধিটি কার্যকর হবে। এজন্য এটিকে চূড়ান্ত বিধি বলা যায়।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতিতে ভূমি বলতে উৎপাদনের সহায়ক সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায়।
- ভূমি প্রকৃতির দান, এর যোগান সীমাবদ্ধ।
- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা– এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদার জন্য যে উৎপাদন প্রয়োজন তাতে ভূমির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।
- বর্ধিত পরিমাণ মূলধন ও শ্রম কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ করলে উৎপাদন সাধারণত আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। উৎপাদনের সহায়ক সবধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে কি বলে?
ক. ভূমি খ. শ্রম গ. মূলধন ঘ. সংগঠন

২। কোনটি প্রকৃতির দান?
ক. ভূমি খ. শ্রম গ. মূলধন ঘ. সংগঠন

৩। ভূমি বলতে কি বুঝায়?
ক. পৃথিবীর স্থলভাগ খ. প্রকৃতির দান সকল সম্পদ
গ. ভূপৃষ্ঠের জলভাগ ঘ. কেবল উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি

৪। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কখন ব্যাহত হয়?
ক. উৎপাদন পদ্ধতি একই রকম থাকলে খ. প্রাকৃতিক কারণে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে
গ. প্রযুক্তিবিদ্যা একই রকম থাকলে ঘ. পানিসেচ ও সার ব্যবহারে পরিবর্তন না হলে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
২। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কাকে বলে? একটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। ভূমি কি?
২। উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা কি?

পাঠ ৩ : শ্রম

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রমের যোগান কিসের উপর নির্ভর করে তা বলতে পারবেন।

শ্রম কি?

সাধারণ অর্থে শ্রম বলতে মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে শ্রম শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। **উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক কাজ ও সেবাকর্ম এবং যার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায় তাকেই অর্থনীতিতে শ্রম বলা হয়।** একজন কৃষক বা জেলে বা রিকসাচালকের শারীরিক প্রচেষ্টা যেমন শ্রম, তেমনি শিক্ষকের শিক্ষকতা, ডাক্তারের পরামর্শ বা উকিলের বুদ্ধিজাত প্রচেষ্টাও শ্রমরূপে গণ্য হয়। কিন্তু অর্থ উপার্জন ছাড়া কেবল আনন্দ লাভ বা স্নেহের টানে যে পরিশ্রম করা হয় তা শ্রম নয়। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মাতা-পিতার পরিশ্রম ও কষ্টকে অর্থনীতিতে শ্রম বলা হয় না।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য

শ্রম উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে শ্রমের কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হল :

১। শ্রম একটি জীবন্ত উপাদান : শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি একটি জীবন্ত উপাদান। পুঁজি ও ভূমির মত একটি প্রাণহীন জড়পদার্থ নয়। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অপরকে শ্রম দিলেও তার অনুভূতি বা সত্তা থাকে।

২। শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য : ভূমি ও মূলধনকে তাদের মালিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কিন্তু শ্রমিক থেকে শ্রমকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

৩। শ্রম একটি গতিশীল উপাদান : উপাদান হিসেবে ভূমির ভৌগোলিক গতিশীলতা নেই; পুঁজির গতিশীলতাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু সে তুলনায় শ্রমের গতিশীলতা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি।

৪। শ্রম একটি ধ্বংসশীল উপাদান : শ্রমশক্তি জমিয়ে রাখা যায় না। এটি একটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী উপাদান। যদি কোন শ্রমিক একদিন বা এক ঘন্টা কাজ না করে তাহলে এই সময়ের জন্য সে যে শ্রমের যোগান দিতে পারত তা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল।

৫। উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য : উৎপাদনের সময় শ্রমিককে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে শ্রমের যোগান দিতে হয়।

৬। শ্রমের যোগানের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ : চাহিদা অনুযায়ী শ্রমের যোগান দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। কারণ, শ্রমের যোগান একটি দেশের জন্মহার, শিক্ষা, দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমের যোগান দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

৭। শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা কম : শ্রমের ক্ষণস্থায়ী চরিত্রের জন্য শ্রমিক নিয়োগকর্তার সাথে তার পারিশ্রমিক নিয়ে খুব বেশি দর কষাকষি করতে পারে না। কর্মহীন দিন যাপনের পরিবর্তে নিম্ন পারিশ্রমিকেও সে কাজ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য বর্তমানে শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে মালিকপক্ষের সাথে দর কষাকষি করতে পারে।

শ্রমের যোগান

শ্রমের যোগান বলতে যে পরিমাণ শ্রম দেশের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকেই বুঝায়। একটি দেশের শ্রমের যোগান প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা– (১) মোট জনসংখ্যা ও (২) শ্রমের দক্ষতা।

১। দেশের মোট জনসংখ্যা : কোন দেশের জনসংখ্যাই হল শ্রমশক্তির প্রধান উৎস। যে দেশে জনসংখ্যা যত বেশি সে দেশে শ্রমের যোগানও তত বেশি। শ্রমের যোগান বলতে কেবল কর্মক্ষম জনসংখ্যাকেই বুঝায়। এই কর্মক্ষম জনসংখ্যা যে দেশে যত বেশি সে দেশে শ্রমের যোগানও তত বেশি।

২। শ্রমের দক্ষতা : শ্রমের যোগান শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার উপরও নির্ভর করে। যে দেশে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা যত বেশি, সে দেশে শ্রমের যোগানও তত বেশি। আধুনিক জটিল উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিকের

প্রয়োজন হয়। শ্রমিক দক্ষ না হলে শ্রমিকের সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও শ্রমের যোগান কম হয়। অপরপক্ষে শ্রমিক যদি দক্ষ হয়, তা হলে শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও শ্রমের যোগান বেশি হয়।

সারসংক্ষেপ

- উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক এবং মানসিক কাজ ও সেবাকর্ম যার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায় তাকে অর্থনীতিতে শ্রম বলা হয়।
- যে পরিমাণ শ্রম দেশের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকেই শ্রমের যোগান বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কোনটি উৎপাদনশীল শ্রম?
ক. খেলাধুলা খ. শস্য উৎপাদন
গ. ভ্রমণ ঘ. ঘুড়ি উড়ানো

২। কোনটি শ্রমের বৈশিষ্ট্য ?
ক. ধ্বংসশীল উপাদান খ. দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব
গ. হস্তান্তরযোগ্য ঘ. স্থায়ী উপাদান

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। শ্রম বলতে কি বুঝেন?
২। শ্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। শ্রম কি? শ্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
২। শ্রমের যোগান বলতে কি বুঝায়- ব্যাখ্যা করুন?

পাঠ ৪ : ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কি বলতে পারবেন।
- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা করতে পারবেন।
- শ্রমের দক্ষতা কি এবং শ্রমের দক্ষতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শ্রমবিভাগ কি তা বলতে পারবেন।
- শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

জনসংখ্যা তত্ত্ব

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোন দেশের শ্রমের যোগান প্রধানত সেই দেশের মোট জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, এর কারণসমূহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারজনিত উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে যে তত্ত্বে আলোচনা করা হয় তাকে জনসংখ্যা তত্ত্ব বলা হয়।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

জনসংখ্যার সর্বাধিক পরিচিত তত্ত্ব হল ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাস জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বটি তাঁর নামানুসারে ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। **ম্যালথাস বলেন প্রকৃতিগতভাবে মানুষের খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক প্রগতিতে বাড়ে (যেমন–১, ২, ৩, ৪, ৫ ধারায়) কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক প্রগতিতে (যেমন–১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ধারায়) অর্থাৎ জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়।** ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। ম্যালথাসের মতে প্রকৃতিগতভাবে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি ২৫ বছরে একটি দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এভাবে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। দেশে খাদ্য ঘাটতি বা খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিকেই জনসংখ্যাধিক্যের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ম্যালথাসের মতে, যতদিন দেশে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় ততদিন পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। খাদ্যের উৎপাদন বা যোগান কম হলেই দেশে খাদ্যাভাব, অনাহার, দুঃখ-দুর্দশা, মড়ক ইত্যাদি দেখা দিবে। এর ফলে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। প্রকৃতি স্বয়ং এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। জনসংখ্যার এরূপ নিয়ন্ত্রণকে ম্যালথাস 'প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এই তত্ত্বের বিপক্ষে প্রধান প্রধান সমালোচনাগুলো নিম্নরূপ :

১। ম্যালথাসের সমসাময়িক অবস্থায় তাঁর তত্ত্বটি কিছুটা সত্য হলেও, পরবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপের উন্নয়নের ইতিহাস ম্যালথাসের নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। জনসংখ্যা সদা সর্বদা দ্রুতগতিতে বাড়ে, একথা সত্য নয়। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, জীবন ধারণের মান বৃদ্ধির ফলে এক সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে। আধুনিক ইউরোপের অনেক দেশে বর্তমানে লোকসংখ্যা হ্রাসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

২। খাদ্যের উৎপাদন অত্যন্ত ধীর গতিতে বাড়ে, একথাও সত্য নয়। কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে অনেক দেশেরই ফলনের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে যা ম্যালথাস চিন্তাও করতে পারেননি।

৩।ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে খাদ্য উৎপাদনের সাথে তুলনা করেছেন এটাও সঠিক নয়। বাস্তবে যে কোন দেশের মোট সম্পদের সাথে তুলনা করা উচিত। একটি দেশে খাদ্যশস্য কম উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে সে প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য আমদানি করতে পারে। এভাবে খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলা করতে পারে।

৪। ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির কেবলমাত্র ভয়াবহ দিকটিই বিবেচনায় এনেছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভাল দিকটি সম্পর্কে ভাবেননি। নবজাতকের ক্ষুধা অবশ্যই মেটাতে হবে, কিন্তু সে দু'খানা হাত নিয়ে জন্ম নেয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমের যোগানও বাড়ে।

৫। ম্যালথাস তার তত্ত্বে গাণিতিক হারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সঠিক প্রমাণ দান করেননি।

৬। জনসংখ্যার সমস্যাটি শুধু উৎপাদনের সমস্যা নয়, উৎপন্ন সম্পদের ন্যায্য ও যথোপযুক্ত বন্টনের সমস্যাও বটে। এসব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবস্থা নিলে জনসংখ্যাধিক্য জনিত সমস্যা এড়ানো যায়।

ম্যালথাসের মতবাদের নানারূপ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আংশিকভাবে এর সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত অনুন্নত ও জনবহুল দেশে ম্যালথাসের সতর্কবাণী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের উচিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সারসংক্ষেপ

- ম্যালথাস তার তত্ত্বে বলেন যে প্রকৃতিগতভাবে মানুষের খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বাড়ে, কিন্তু জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কোনটিকে জ্যামিতিক প্রগতি (ধারা) বলে?
ক. ১, ২, ৩, ৪ খ. ১, ২, ৪, ৮
গ. ১, ৩, ৬, ৯ ঘ. ১, ৪, ৯, ১৬

২। কোনটি গাণিতিক প্রগতিতে বৃদ্ধি পায়?
ক. খাদ্য খ. শিল্প
গ. জনসংখ্যা ঘ. কৃষি

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচনা করুন।
২। ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনাগুলো লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা তত্ত্ব কি?

পাঠ ৫ : শ্রমের দক্ষতা

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রমের দক্ষতা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- শ্রমবিভাগ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শ্রমের দক্ষতা বলতে কাজের উৎকর্ষ বা গুণাগুণ ক্ষুন্ন না করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করার ক্ষমতাকে বুঝায়। শ্রমের দক্ষতা বাড়লে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। অর্থাৎ শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে, নির্দিষ্ট শ্রমিক পূর্বের তুলনায় অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।

শ্রমের দক্ষতা সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে :

১। কাজ করার ক্ষমতা, ২। কাজ করার ইচ্ছা, ৩। সংগঠনের নৈপুণ্য ও ৪। কারখানার অবস্থা।

১। কাজ করার ক্ষমতা : শ্রমিকের দক্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার কাজ করার ক্ষমতার উপর। এই ক্ষমতা আবার নির্ভর করে (ক) শারীরিক যোগ্যতা, (খ) শিক্ষা ও কারিগরি যোগ্যতা, (গ) বুদ্ধিগত দক্ষতা ও (ঘ) নৈতিক যোগ্যতার উপর।

২। কাজ করার ইচ্ছা : কাজ করার ইচ্ছার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। কাজ করার ক্ষমতার সাথে সাথে ইচ্ছাও থাকতে হবে। স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা, আগ্রহ ও উদ্দীপনা শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। কাজ করার ইচ্ছা আবার অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন– কাজের সময়, নিয়মিত মজুরি প্রদান, উচ্চ বেতনহার, উন্নতির সম্ভাবনা, অবসর ভাতা, নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান ইত্যাদি।

৩। সংগঠনের নৈপুণ্য : সংগঠনের নৈপুণ্যের উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। সুদক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। মালিকের সংগঠন ক্ষমতা উচ্চমানের হলে বা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিচালকের অধীনে কাজ করলে শ্রমিকগণ সহজেই দক্ষ হয়ে ওঠেন।

৪। কারখানার পরিবেশ : কারখানার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শ্রমিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিয়ামানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়ও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

৫। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন প্রণালী : উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন প্রণালীর নতুনত্ব শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।

এসব ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রমবিভাগ

আধুনিক বিশ্বে উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রমবিভাগ। উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়াকে শ্রমবিভাগ বলে। প্রাচীন সমাজে প্রতিটি লোক তার নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেই উৎপাদন বা যোগাড় করত। কিন্তু আধুনিক কালে সূক্ষ্ম ও জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায় একজনকে একটি বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। যেমন– কেউ চাষী, কেউ তাঁতী, কেউ জেলে, কেউ কামার ইতাদি। শিল্প বিপ্লবের পর আধুনিককালে শ্রমবিভাগ আরো ব্যাপকতর হয়েছে। **বর্তমানে কোন দ্রব্যের সম্পূর্ণ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে শ্রমিকদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। এটাকেই শ্রমবিভাগ বা শ্রমবিভাজন বলা হয়।**

বৃহদায়তন শিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শ্রমবিভাগ। উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন কাজ করে এবং দক্ষতা অর্জন করে। এভাবে একে অপরের সহযোগিতায় কাজ সম্পন্ন করে। একটি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমবিভাগের ফলে কেউ কাপড় কাটে, কেউ শার্টের কলার তৈরি করে, কেউ হাতা তৈরি করে, কেউ বোতাম

লাগায়, কেউ সংযোগ করে, কেউ ইস্ত্রি করে, কেউ প্যাকেট করে– এভাবে অনেকগুলো অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শার্ট তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। ফলে, প্রত্যেকটি অংশের কাজে বিভিন্ন দলের লোক দক্ষতা অর্জন করে।

শ্রমবিভাগের সুবিধাসমূহ

১। এই ব্যবস্থায় মানুষ তার পছন্দমত কাজ বেছে নেবার সুযোগ পায়। কাজটি তার কাছে আকর্ষণীয় হয়। এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করে তিনি আনন্দ পান; কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

২। মোট কাজের একটি বিশেষ অংশ বা একই ধরনের ক্ষুদ্র কাজে আত্মনিয়োগের ফলে শ্রমিকের পক্ষে সেই কাজে পারদর্শিতা বা দক্ষতা অর্জন করা সহজতর হয় এবং ভবিষ্যতে আরো দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন।

৩। শ্রমবিভাগের অন্য একটি সুবিধা হল এই যে, এ ব্যবস্থায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কম সময় লাগে।

৪। প্রত্যেকে তার দক্ষতা অনুযায়ী কাজ পায়। সকল ধরনের কাজের একইরূপ যোগ্যতা লাগে না বা সকল মানুষের যোগ্যতা সমান নয়। তাই যাকে দিয়ে যেমন কাজ করা সম্ভব তাকে সে কাজে নিয়োগ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের কাজে অনেককে লাগানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ উপাদান হিসেবে শ্রমিকদের ব্যবহার সর্বাধিক পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়।

৫। এই ব্যবস্থায় নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের পথ সুগম হয়।

৬। শ্রমবিভাগের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিকগণ সহজেই এক শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে। এভাবে শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৭। দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও মূল্য কমে।

শ্রমবিভাগের অসুবিধাসমূহ

১। শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিককে একটি মাত্র কাজ সর্বদাই করতে হয় বা একই যন্ত্র পরিচালনা করতে হয়। তাই কাজটি একঘেয়ে বা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে, কাজে বিরক্তি আসে।

২। একটি কাজের সবটুকু সম্পন্ন করার মাঝে যে পরিতৃপ্তি বা আনন্দ পাওয়া যায়, শ্রমবিভাগের ফলে তা পাওয়া যায় না।

৩। শ্রমবিভাগের ফলে একটি নির্দিষ্ট কাজে দক্ষতা বাড়ে। কিন্তু অন্যান্য কাজের শিক্ষা থেকে শ্রমিক বঞ্চিত হয়। অন্যান্য অনেক কাজের জন্য সে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

৪। কোন কারণে যদি নির্দিষ্ট কাজ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে বেকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৫। শ্রমিক কোন একটি ক্ষুদ্র অংশের কাজ সম্পন্ন করে এবং অন্যান্য অংশের কোন খবর রাখে না। তাই তার মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় না।

৬। কাজের অনেক অংশ যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় বলে শ্রমিক সৃষ্টির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

৭। শ্রমবিভাগ সমাজকে শ্রমিক ও মালিক এই দুইশ্রেণীতে ভাগ করে এবং তাদের মধ্যে সংগ্রামকে জিইয়ে রাখে।

সারসংক্ষেপ

- শ্রমের দক্ষতা বলতে স্বল্পতম সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষমতাকে বুঝায়।
- শ্রমের দক্ষতা নির্ভর করে (ক) কাজ করার ক্ষমতা, (খ) কাজ করার ইচ্ছা, (গ) সংগঠনের নৈপুণ্য ও (ঘ) কারখানার অবস্থার উপর।
- উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করাকে শ্রমবিভাগ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শ্রমের দক্ষতা বলতে কি বুঝায়?
- ক. শ্রমিকের যোগান
- খ. শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা
- গ. শ্রমিকের শারীরিক শক্তি
- ঘ. শ্রমিকের কাজের চাহিদা

২। শ্রম বিভাগ কোনটি?
- ক. যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম বন্টন
- খ. সময়ের ভিত্তিতে কর্ম বন্টন
- গ. যোগান অনুযায়ী কর্ম বন্টন
- ঘ. চাহিদা অনুযায়ী কর্ম বন্টন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শ্রমের দক্ষতা কি? শ্রমের দক্ষতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা আলোচনা করুন।
২। শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। শ্রমের দক্ষতা কি?
২। শ্রমের দক্ষতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

পাঠ ৬ : পুঁজি বা মূলধন

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পুঁজি কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- পুঁজি গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- পুঁজি কিভাবে গঠিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পুঁজি কি?

সাধারণ অর্থে পুঁজি বলতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত টাকা-পয়সাকে বুঝায়। অর্থনীতিতে পুঁজি শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ জ্ঞাপন করে। **মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যয়িত না হয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে পুঁজি বলে। এটা মানব সৃষ্ট, প্রকৃতি প্রদত্ত নয়।** যেমন– রেললাইন, রাস্তাঘাট, যন্ত্রপাতি, কারখানা, কাঁচামাল, কৃষকের লাঙ্গল, মিস্ত্রীর হাতুড়ি ইত্যাদি পুঁজি। আধুনিককালে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পুঁজির বৈশিষ্ট্য

পুঁজির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

(ক) অতীত শ্রমের ফল : পুঁজি মানুষের অতীত শ্রমের ফল। জমির মতো এটি প্রাকৃতিক উপাদান নয়।
(খ) পুঁজি উৎপাদনশীল : পুঁজি উৎপাদনশীল, এটি নতুন উৎপাদন করতে সাহায্য করে।
(গ) ভবিষ্যতে আয়ের উৎস : পুঁজির মালিক পুঁজি বিনিয়োগ করে এ থেকে ভবিষ্যতে আয় অর্জন করতে পারে।
(ঘ) সঞ্চয়ের ফল : পুঁজি বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। এটি সরাসরি ভোগে না লেগে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়।

পুঁজি গঠন

পুঁজি গঠন বলতে পুঁজি বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বোঝায়। যে প্রক্রিয়ায় পুঁজির পরিমাণ বাড়ে তাই হল পুঁজি গঠন প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা কালে কোন দেশ তার বর্তমান পুঁজি যে পরিমাণ বাড়াতে পারে তা-ই ঐ সময় তার পুজি গঠন বা বিনিয়োগের পরিমাণ।

পুঁজি গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

সঞ্চয় থেকে পুঁজির সৃষ্টি হয়। মানুষ তার আয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভোগ না করে কিছুটা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তা পুঁজিতে পরিণত হয়। পুঁজি সৃষ্টি প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা– **১। সঞ্চয়ের সামর্থ্য, ২। সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং ৩। বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা**

১। সঞ্চয়ের সামর্থ্য : মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য তার আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। আয় যত বেশি হবে সঞ্চয়ের সামর্থ্য তত বেশি হবে। **মানুষের আয় যদি এমন হয় যে তাঁদের জীবনের ব্যয় নির্বাহের পরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সঞ্চয় সম্ভব হয়।** অতিরিক্ত আয় থেকে এবং সঞ্চয় থেকে পুঁজির উৎপত্তি। সুতরাং সঞ্চয়ের সামর্থ্যের উপরই পুঁজির পরিমাণ নির্ভর করে। বাংলাদেশের মত গরিব দেশের লোকের মাথাপিছু আয় কম বলে তাদের সঞ্চয়ের সামর্থ্যও কম। যে কোন দেশের আয়ের পরিমাণ, মূল্যস্তর, পরিবারের আয়তন, রুচি, অভ্যাস, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ধারণ করে।

২। সঞ্চয়ের ইচ্ছা : সঞ্চয়ের পরিমাণ শুধুমাত্র সঞ্চয়ের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে না। সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপরও নির্ভর করে। এমন অনেক লোক আছেন যাদের প্রচুর আয় থাকা সত্ত্বেও কোন সঞ্চয় নেই, কেননা সঞ্চয়ের প্রতি তারা গুরুত্ব দেন না। অথচ নিম্ন আয়ের লোক, যেমন গ্রামীণ ব্যাংক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের ইচ্ছা থাকার কারণে বা বাধ্যবাধকতা থাকায় সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। **দূরদৃষ্টি, উচ্চাশা ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা, পারিবারিক স্নেহ-মমতা, জানমালের নিরাপত্তা, সুদের হার, কর ব্যবস্থা, কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপর সঞ্চয়ের ইচ্ছা নির্ভর করে।**

৩। বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা : পুঁজি গঠনের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা। **সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে বিনিয়োগের জন্য দেশে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যাংকের শাখা, বীমা কোম্পানি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে জনসাধারণ সে সব ক্ষেত্রে অর্থ খাটানোর সুযোগ পায়। ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।** এ ধরনের সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকলে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে বা আশানুরূপ পর্যায়ে গড়ে উঠবে না। পরিশেষে শিক্ষা, সচেতনতা ও দূরদৃষ্টি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে সঞ্চয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে।

কোন দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় যথেষ্ট না হলে আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশী সরকার বা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণ বা বিনিয়োগযোগ্য অর্থ মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

সারসংক্ষেপ

- মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রীর যে অংশ সরাসরি ভোগে নিয়োজিত না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে পুঁজি বলে।
- পুঁজি গঠন প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (ক) সঞ্চয়ের সামর্থ্য, (খ) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (গ) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। পুঁজি বলতে কি বুঝায়?
   ক. উৎপাদিত পণ্যের যে অংশ আরও পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করে
   খ. ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ের জন্য ধার করা টাকা
   গ. নিজের তহবিল থেকে যে অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয়
   ঘ. নগদ টাকা পয়সা যা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে

২। পুঁজি বৃদ্ধি নির্ভর করে কিসের উপর?
   ক. আয় খ. ব্যয়
   গ. সঞ্চয় ঘ. মুনাফা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। পুঁজি কাকে বলে?
২। পুঁজির বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পুঁজি কি? পুঁজি গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা আলোচনা করুন।

পাঠ ৭ : সংগঠন

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সংগঠন কি তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের ভূমিকা কি তা বলতে পারবেন।

সংগঠন কি?

উৎপাদনের চতুর্থ ও সর্বশেষ উপাদান হল সংগঠন। ভূমি, শ্রম, পুঁজি প্রভৃতি উপাদানগুলো একত্রিকরণ ও সমন্বয় সাধন করাকে সংগঠন বলা হয়। শুধুমাত্র ভূমি, শ্রম ও পুঁজি কোন কিছু উৎপাদন করতে পারে না। তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানোর জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এদের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ সাধন, ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি বহন এবং কার্যকরি তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাই হল সংগঠন। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। **শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগ, পুঁজি সংগ্রহ, সুদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, তত্ত্বাবধান, যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। উৎপাদনের এসব উপাদানগুলোকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলা হয়।**

উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে বৃহদায়তন ও জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠক বা উদ্যোক্তাকে বহুবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। নিচে সংগঠকের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল :

১। উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ : সংগঠক বা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হল কারবারের পরিকল্পনা গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ করা। কোন দ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন করা হবে, কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে, কিভাবে উৎপাদন করা হবে, কোথায় উৎপাদন করা হবে, কত দামে কি পরিমাণ বিক্রি করা হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সংগঠক স্থির করেন। কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং কি ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করা হবে সে সম্পর্কেও সংগঠককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২। উপাদান সংগ্রহ ও সমন্বয় করা : সংগঠকের অপর একটি প্রধান দায়িত্ব হল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। উৎপাদন শুরু করার জন্য জমি সংগ্রহ, কারখানার জন্য গৃহনির্মাণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কাজ সংগঠককেই করতে হয়। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষে সংগঠককে প্রয়াস চালাতে হয় কি করে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে চাহিদা মাফিক অথচ সর্বাধিক উৎপাদন করা এবং সবোচ্চ মূল্যে তা বিক্রয় করা যায়।

৩। উৎপাদন কাজ তত্ত্বাবধান করা : সংগঠকের অন্যতম কাজ হল উৎপাদন কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। তিনি শ্রম, পুঁজি, কাঁচামাল, জ্বালানি প্রভৃতি সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করেন। কর্মচারীগণ তাদের দায়িত্ব সূচারুরূপে সম্পন্ন করছে কিনা সেদিকে নজর রাখেন। অবশ্য বৃহদায়তন শিল্পে বেতনভুক কর্মচারীকে পরিচালনার বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

৪। ঝুঁকি গ্রহণ করা : সংগঠকের সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা। ব্যবসায়ের সকল প্রকার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তিনি নিজেই বহন করেন। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত করার অনেক আগেই সংগঠককে ভবিষ্যৎ চাহিদার পূর্বাভাসের ভিত্তিতে উৎপাদন কাজ শুরু করতে হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মানুষের অভ্যাস, রুচি, প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। অনুমানের ভিত্তিতে উৎপাদন করে ভবিষ্যতে তার যেমন লাভ হতে পারে, তেমনি ক্ষতিও হতে পারে। সংগঠক বা উদ্যোক্তা সেই ঝুঁকি গ্রহণ করেই উৎপাদনের কাজ চালান।

৫। বন্টনের কাজ : সংগঠককে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদিত আয় তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী বন্টন করতে হয়। জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামালের দাম, মূলধনের সুদ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের প্রাপ্য অংশ তাকে পরিশোধ করতে হয়। এসব পরিশোধের পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাই সংগঠকের প্রাপ্য।

৬। নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার : সংগঠককে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবকের কাজ করতে হয়। তাকে একদিকে উৎপাদনের খরচ কমাতে হয় এবং অন্যদিকে পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি করতে হয়। এ কারণে তাকে সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত, সূক্ষ্ম ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। এসব কাজে অন্যান্য সংগঠক

বা উদ্যোক্তাদের সাথে প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হতে হয়। তাই নতুন পণ্য, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হয়। এতে নতুন আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হয়।

সংগঠকের এসব কার্যকলাপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠক বা উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

- ভূমি, শ্রম, পুঁজি প্রভৃতি উপাদানগুলো একত্রিকরণ ও সমন্বয় সাধন করাকে সংগঠন বলে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে সংগঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বর্তমানে সংগঠক বা উদ্যোক্তাকে নানাবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। যেমন, উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান, ঝুঁকি গ্রহণ, বন্টন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। উৎপাদনের সর্বশেষ উপাদান কি?
ক. পুঁজি খ. কাঁচামাল
গ. সংগঠন ঘ. শ্রমিক

২। অর্থনীতিতে সংগঠনের অর্থ কি?
ক. উপাদানের বাজারজাতকরণ
খ. উৎপাদনের উপাদানের সমন্বয়
গ. উৎপাদনের একত্রীকরণ
ঘ. সুদক্ষ কর্মকর্তা ও শ্রমিক নিয়োগ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। সংগঠন বলতে কি বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ৫.১ : ১। গ ; ২। ক ; ৩। ক ; ৪। খ।
অনুশীলনী ৫.২ : ১। ক ; ২। ক ; ৩। খ ; ৪। খ।
অনুশীলনী ৫.৩ : ১। খ ; ২। ক।
অনুশীলনী ৫.৪ : ১। খ ; ২। ক।
অনুশীলনী ৫.৫ : ১। খ ; ২। ক।
অনুশীলনী ৫.৬ : ১। ক ; ২। গ।
অনুশীলনী ৫.৭ : ১। গ ; ২। খ।